গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ৮ সংখ্যা | ১৭ - ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

সংযুক্ত কিসান মোর্চার ডাকে

২৭ সেপ্টেম্বর ভারত বনধ সর্বাত্মক সফল করুন

জনগণের প্রতি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর আবেদন

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ভারত বনধকে সর্বাত্মক সফল করার আবেদন জানিয়ে বলেন,

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সমস্ত দমন-পীড়ন উপেক্ষা করে, প্রবল শীত, ঝড়ঝঞ্ঝা ও প্রখর তাপ মোকাবিলা করে দিল্লির বুকে অদম্য তেজে বীরত্বপূর্ণ কৃষক আন্দোলন চলছে। এই মহতী সংগ্রামে ৬০০-র বেশি কৃষক আত্মোৎসর্গ করেছেন এবং আরও প্রাণ দিতে তাঁরা প্রস্তুত। তাঁদের দাবি, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থবাহী তিনটি কৃষি আইন ও বিদ্যুৎ বিল-২০২১ (সংশোধনী) বাতিল করতে হবে এবং কৃষিপণ্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের আইনি নিশ্চয়তা দিতে হবে। তাঁদের স্লোগান ঃ 'আমরা লড়ব, আমরা জিতব'। তাঁদের প্রত্যয় ঃ 'লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবে'। কৃষকরা ইতিহাস সৃষ্টি করছেন, যা একচেটিয়া পুঁজিপতি, বহুজাতিক হাঙরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশ্ব জুড়ে সংগ্রামী জনগণকে অনুপ্রাণিত করবে।

২৭ সেপ্টেম্বর বনধ সফল করার জন্য সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৩ সেপ্টেম্বর অনলাইনে সারা দেশের কর্মী-সমর্থকদের কাছে আবেদন জানান

কৃষকরা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছেন, তিনটি কালা কৃষি-আইন দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে রচিত এবং এই সব আইন যদি চালু হয় তা হলে তাঁদের জমিজমা এবং ফসল পুরোপুরি পুঁজিপতিদের কুক্ষিগত হবে। কৃষকরা নিঃস্ব-রিক্ত-সর্বহারায় পরিণত হবেন। সাথে সাথে সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য কর্পোরেটদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে, যার ফলে অবাধে চলবে মজুতদারি, কালোবাজারি এবং সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে। এর ফলে ১৩০ কোটি মানুষের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসবে।

কৃষিকে একচেটিয়া পুঁজির হাতে তুলে দেওয়া ও বেসরকারিকরণের অর্থ কৃষকরা ভাল করেই জানেন। বীজ, সার, কীটনাশক, সেচের জল ও বিদ্যুতের ক্ষেত্রে বহুজাতিক কোম্পানিগুলির ঘৃণ্য ভূমিকা তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন।

সাতের পাতায় দেখুন

কৃষক আন্দোলন মাথা নোয়াতে বাধ্য করল সরকারকে

তীব্র কৃষক আন্দোলনের সামনে মাথা নোয়াতে বাধ্য হল হরিয়ানার উদ্ধত বিজেপি সরকার। লাগাতার কৃষক আন্দোলনের চাপে অবশেষে কার্নালে আন্দোলনকারী কৃষক সুশীল কাজলের হত্যা এবং বহু কৃষকের আহত হওয়ার জন্য মূল দায়ী এসডিএমকে শাস্তি দিতে বাধ্য হয়েছে তারা।

কেন্দ্রের তিন কালা কৃষি আইনের বিরুদ্ধে সংযুক্ত কিসান মোর্চার ডাকে দিল্লি থেকে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান সহ বিভিন্ন রাজ্যে। ২৮ আগস্ট মোর্চার ডাকে কার্নালের টোলপ্লাজার কাছে জাতীয় সড়কে জড়ো হয়ে কৃষকরা মুখ্যমন্ত্রীকে কালো পতাকা দেখানোর কর্মসূচি নিয়েছিলেন। হঠাৎ পুলিশ বেপরোয়া লাঠি চালাতে শুরু করে। এসডিএম পুলিশকে নির্দেশ দেয় আন্দোলনকারীদের 'মাথা ফাটিয়ে দাও'। মারাত্মক আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন সুশীল কাজল নামে এক আন্দোলনকারী কৃষক। পরে তাঁর মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত হন বহু কৃষক।

আটের পাতায় দেখুন

ভারত বনধে জনগণের দাবি

১। কৃষক বিরোধী, পুঁজিপতিদের স্বার্থবাহী তিন কৃষি আইন বাতিল করো।
২। জনবিরোধী বিদ্যুৎ (সংশোধনী) বিল ২০২১ বাতিল করো।
৩। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির বেসরকারিকরণ বন্ধ করো।
৪। কৃষি ক্ষেত্রকে বৃহৎ পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া চলবে না।
৫। মজুতদারি-কালোবাজারি বৃদ্ধির নয়া কৃষি আইন বাতিল করতে হবে।
৬। নয়া চুক্তি চাষ চালু করা চলবে না।
৭। আলু-পেঁয়াজ-ডাল-তৈলবীজকে অত্যাবশ্যকীয় তালিকা থেকে বাদ দেওয়া চলবে না।
৮। কৃষিতে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য অবিলম্বে আইনসঙ্গত করতে হবে।
৯। বিদ্যুৎকে পরিষেবা থেকে মুনাফার পণ্যে রূপান্তর করা চলবে না।
১০। রেল-জাতীয় সড়ক, বিমা ও জাহাজ বন্দর, গ্যাসের পাইপ লাইন বেচে দেওয়া চলবে না।
১১। জাতীয় সড়ককে বেসরকারি হাতে দেওয়া চলবে না।
১২। ৯০টি দূরপাল্লার ট্রেন, ৪০০টি রেলস্টেশন বেসরকারিকরণ করা চলবে না।
১৩। হাওড়া সহ ১২টি ক্লাসটারের ১০৯ জোড়া বেসরকারি হাতে দেওয়া চলবে না।

সর্বনাশা নয়া কৃষি আইনের বিরুদ্ধে শুধু কৃষক নয়

গোটা নাগরিক সমাজকেই লড়তে হবে

সংযুক্ত কিসান মোর্চা নয়া কৃষি আইন বাতিল সহ অন্যান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবিতে ২৭ সেপ্টেম্বর ভারত বনধের ডাক দিয়েছে। দেশের অর্ধেকের বেশি পরিবার কৃষিকাজের সাথে যুক্ত। স্পষ্ট সর্বনাশ বুঝে কৃষকরা কৃষিনীতি প্রত্যাহারের দাবিতে অনড় রয়েছেন। ভারত বনধকে সর্বাত্মক ভাবে সফল করার ডাক দিয়েছেন। কিন্তু দেশের বাকি অর্ধেক মানুষ, তাঁদের সঙ্গে এই আইনের কী সম্পর্ক, কেন তাঁরা এই আইনের বিরোধিতা করে বনধে সামিল হবেন? দেখা যাক, কী রয়েছে কৃষি আইনে? জনজীবনে তার আশঙ্কার দিকগুলিই বা কী?

কী আছে আইনে?

এক, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (সংশোধনী) আইন। এই আইনের বলে যে কোনও বহুজাতিক কোম্পানি বা ব্যবসায়ী কৃষিপণ্য কিনে যত খুশি মজুত করে রাখতে পারবে।

এই আইনের দ্বারা সরকার অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের অবাধ মজুতদারির সুযোগ ও যথেচ্ছ দাম বাড়াবার অধিকার দিয়েছে মজুতদার-কালোবাজারিদের। এই আইনের বলে এখন থেকে আম্বানি-আদানিদের মতো কৃষিপণ্যের একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা ফসল ওঠার সময়েই, যখন দেশের নব্বই শতাংশ ছোট চাষি কম দামেই অভাবি বিক্রি করতে বাধ্য হয় তখন বেশির ভাগ ফসল কিনে নিয়ে বিশালাকায় সব হিমঘরে-গুদামে মজুত করে রাখবে। এর ফলে বাজারে কৃত্রিম অভাব তৈরি হবে এবং দাম বাড়বে লাফিয়ে। তখন কোম্পানিগুলি যথেচ্ছ দামে তা বিক্রি করবে। আর সরকারগুলি নিশ্চুপ হয়ে থাকবে। এতদিন মজুতদারির বিরুদ্ধে আইন ছিল। নির্বিষ হলেও কিছু সরকারি ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি ছিল। আন্দোলন এবং গণবিক্ষোভের চাপে কখনও কখনও কিছু ব্যবস্থাও সরকারকে নিতে হত। কিন্তু এই নতুন আইনের পর আর সে বালাই থাকল না। এর মারাত্মক

দুয়ের পাতায় দেখুন

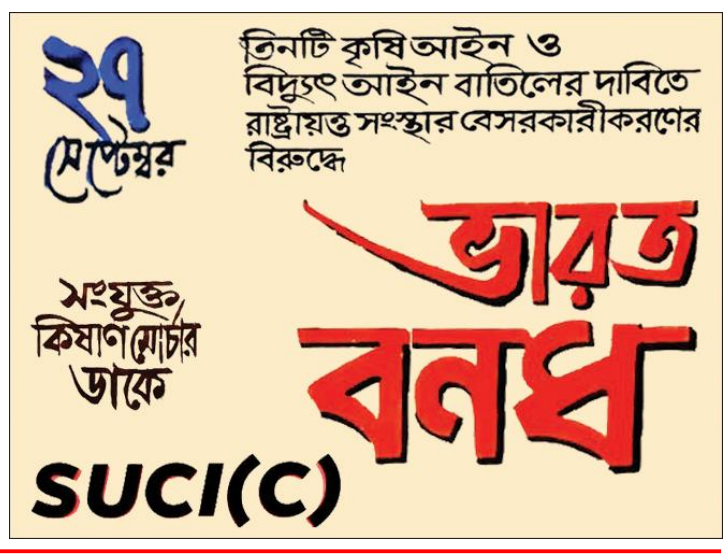

কৃষি আইনের বিরুদ্ধে গোটা নাগরিক সমাজকেই লড়তে হবে

একের পাতার পর

ফল একদিকে যেমন চাষিদের ভোগ করতে হবে, তেমনই দেশের সমস্ত অংশের সাধারণ মানুষকে ভোগ করতে হবে।

দুই, কৃষকদের (ক্ষমতায়ন ও সুরক্ষা) দামের আশ্বাস ও খামার পরিষেবা চুক্তি আইন। এই আইনের বলে বহুজাতিক কোম্পানিগুলি চুক্তিচাষের মাধ্যমে যে কোনও পণ্য কৃষকদের দিয়ে উৎপাদন করিয়ে নিতে পারবে।

অর্থাৎ চুক্তির মধ্য দিয়ে বহুজাতিক কোম্পানিগুলি চাষির থেকে ফসল কিনবে। বিজেপি নেতারা বলছেন, এর ফলে নাকি চাষিরা ন্যায্য দাম পাবে। বিজেপি নেতাদের কথা অনুযায়ী, আম্বানি-আদানি সহ বহুজাতিক কোম্পানিগুলি বিপুল অঙ্কের পুঁজি কৃষিক্ষেত্রে ঢালতে চলেছে চাষিদের বেশি দাম দেবে বলে। এর থেকে হাস্যকর আর কী হতে পারে! একদিকে দুই বিঘা, চার বিঘা জমির মালিক অসহায় চাষি, যার ঘরে ভাত নেই, পরনে নেই কাপড়। অন্য দিকে বিপুল আর্থিক ক্ষমতাধর বহুজাতিক কোম্পানি— রিলায়েন্স, আদানি, পেপসি, কোকাকোলারা। এদের মধ্যে হবে চুক্তি। চুক্তির অসংখ্য শর্ত, যা অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত চাষি ধরতেই পারবে না। শর্তের খেলাপ দেখিয়ে গরিব চাষিকে কোম্পানিগুলি বঞ্চিত করবে। চাষি পড়বে অসম লড়াইয়ে।

তিন, কৃষকের উৎপাদিত, কারবার ও বাণিজ্য (উন্নয়ন ও সুবিধা) আইন। এই আইনের বলে রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত রেগুলেটেড মার্কেট বা মান্ডির বাইরেও কৃষকরা যে কোনও ব্যবসায়ী বা বাণিজ্য সংস্থার কাছে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতে পারবে। এর মধ্যেও গভীর বিপদের আশঙ্কা রয়েছে।

এতদিন পর্যন্ত দেশের বেশির ভাগ রাজ্যেই বড় রিটেলারদের কৃষিপণ্য কিনতে হত এপিএমসি মান্ডির মাধ্যমে। নতুন আইন অনুযায়ী সরাসরি চাষির থেকে ফসল কিনতে পারবে কোম্পানিগুলি। প্রথমে বহুজাতিক পুঁজি কৃষককে একটু বেশি দাম দিয়ে প্রলোভিত করবে, আবার সরকারও ফসল কেনার ক্ষেত্রে গড়িমসি করবে, ঠিক মতো টাকা বরাদ্দ করবে না, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণা করবে না এবং এমন অবস্থা তৈরি করবে যাতে চাষি সরকারি মান্ডিতে না গিয়ে কোম্পানিগুলির কাছেই ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এইভাবে সরকারি এপিএমসি মার্কেটগুলো রুগ্ন হয়ে বন্ধ হয়ে যাবে এবং সমস্ত কৃষিপণ্যের একমাত্র ক্রেতা হবে কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানি। তারা কম দামে ফসল কিনে ইচ্ছেমতো দামে বিক্রি করবে। এতে চাষি যেমন বঞ্চিত হবে তেমনই সাধারণ ক্রেতারাও অনেক বেশি দামে কৃষিজাত সামগ্রী কিনতে বাধ্য হবে। ভোজ্য তেল, ডাল সহ নানা কৃষিজাত পণ্যে এর মারাত্মক কুফল ইতিমধ্যেই ফলতে শুরু করেছে।

কেন এই ভারত বনধ

করোনা অতিমারিতে বিপর্যস্ত দেশ। জীবিকা খুইয়েছেন কোটি কোটি মানুষ। ব্যবসাপত্রে নিদারুণ মন্দার ছায়া। বন্ধ অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনা। মানুষের এই চরম দুঃসময়ে তাদের পাশে দাঁড়ানোর পরিবর্তে পুঁজিপতি শ্রেণির ধূর্ত রাজনৈতিক ম্যানেজার কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ঠিক এই সময়টাকেই বেছে নিয়েছে মানুষকে আরও সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য। এই সঙ্কটের সময়েও মালিক শ্রেণির মুনাফা আরও বাড়িয়ে তুলতে দেশের মানুষের উপর ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির বোঝা চাপিয়ে চলেছে তারা। মালিকদের অবাধে ছাঁটাইয়ের অনুমতি দিয়েছে, শ্রমিকদের অর্জিত অধিকারগুলি ছিনিয়ে নিয়ে কাজের সময় আট ঘন্টা থেকে বাড়িয়ে বারো ঘন্টা পর্যন্ত করে দিয়েছে। রেল, ব্যাঙ্ক, বিমা, বিদ্যুৎ, তৈলক্ষেত্র, বিমান, খনি ইত্যাদি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে একে একে পুঁজিমালিকদের কাছে বেচে দেওয়ার কাজ শুরু করে দিয়েছে। পাশাপাশি লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করে তুষ্ট করে চলেছে দেশের পুঁজিপতি-শিল্পপতিদের। সরকারি দপ্তরেও তিন মাসের নোটিশে কর্মীদের ছাঁটাই করা যাবে। মালিকদের স্বার্থে যারা অতি দ্রুত এই আইন পাস করিয়েছে, সেই বিজেপি সরকারই কিন্তু এতগুলি বছরে কোটি কোটি অসংগঠিত শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরিটুকুও নিশ্চিত করেনি। নিশ্চিত করেনি দেশের সমস্ত মানুষের দু'বেলা অন্ন, কিংবা রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার। এই চরম জনবিরোধী সরকারের সর্বনাশা নীতিগুলির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে রুখে দাঁড়ানো ছাড়া মেহনতি মানুষের বাঁচার অন্য কোনও পথ খোলা নেই।

দেশের কৃষকরা এটা স্পষ্ট বুঝেছেন, নতুন এই কৃষি আইনের উদ্দেশ্য হল, খাদ্য সহ সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যকে বহুজাতিক পুঁজির হাতে তুলে দেওয়া। তারা জলের দরে কৃষকের ফসল কিনবে, আর অগ্নিমূল্যে সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রি করে মুনাফা লুটবে। ফলে কৃষকদের আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়তে থাকবে, সাধারণ মানুষের জীবন হবে আরও দুর্বিষহ। দ্বিতীয়ত, ফসলের দাম পাওয়ার যতটুকু সরকারি ব্যবস্থা দুর্বল হতে হতে এখনও টিকে আছে, তা-ও তুলে দেওয়া হবে। তার দ্বারা কৃষক সমাজ আরও বেশি করে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কৃপার পাত্র হবে। তৃতীয়ত, চুক্তি চাষ চালু করে কৃষকদের পরিণত করা হবে বড় পুঁজিমালিকদের ক্রীতদাসে। তাই পিছু হঠার কোনও জায়গা নেই। এই আইন চালু হলে তাঁরা ধ্বংস হয়ে যাবেন।

এই আইন চালু হলে বাস্তবে রেশন ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে, মজুতদারি-ফাটকাবাজি ব্যাপক ভাবে বাড়বে। যার পরিণতিতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সহ সর্বস্তরের ক্রেতারাও চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

মাসের পর মাস লড়ছেন চাষিরা

সিংঘু, টিকরি, পালওয়াল, গাজিপুর প্রভৃতি দিল্লি সীমান্তে সব ধরনার জায়গাতেই লক্ষ লক্ষ কৃষক প্রবল ঠাণ্ডার মধ্যে, প্রখর গ্রীষ্মে খোলা আকাশের নিচে ২৬ নভেম্বর থেকে অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন পরিবারের মহিলা, শিশু, বৃদ্ধরা পর্যন্ত। ট্রাক্টরে ত্রিপল টাঙিয়ে, কোথাও ট্রাক্টর কিংবা লরির তলায় মাটিতেই ঘুমোচ্ছেন তাঁরা। লক্ষ লক্ষ কৃষক পারস্পরিক সহযোগিতার এক অভূতপূর্ব নজির স্থাপন করেছেন এই আন্দোলনে। ভেঙে গিয়েছে জাত-ধর্মের বেড়া। তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছে সমাজের সব স্তরের মানুষ। কিন্তু আম্বানি-আদানিদের মতো একচেটিয়া পুঁজির কাছে দাসখত লিখে দেওয়া বিজেপি সরকার এমনই অগণতান্ত্রিক, এমনই স্বৈরাচারী যে কৃষকদের দাবিগুলি মেনে নেওয়া দূরের কথা, সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা আন্দোলন ভাঙতে কুৎসা রটাতে কখনও বলছেন এই কৃষকরা আসলে খলিস্তানি, কখনও বলছেন পাকিস্তানি। কিন্তু এ লড়াই কৃষকদের বাঁচার লড়াই। তাই পিছু হটার তাঁদের উপায় নেই।

আন্দোলনের ময়দান জুড়ে এখন তাই একটাই স্লোগান— হয় জয়, না হয় মৃত্যু। বাস্তবে কৃষকদের কাছে যেমন, তেমনই দেশের সাধারণ নাগরিকদের কাছেও এটা অস্তিত্বের সংগ্রাম। এই সংগ্রামে পিছু হটলে সর্বনাশ নেমে আসবে প্রতিটি সাধারণ নাগরিকের জীবনে। এই সংগ্রাম তাই শুধু কৃষকের নয়, আপনার-আমার সকলের। এই সর্বনাশ রুখতে ২৭ সেপ্টেম্বরের ভারত বনধ সর্বাত্মক সফল করার দায়িত্ব আজ দেশের সর্বস্তরের মেহনতি মানুষের কাঁধে এসে পড়েছে। সেই দায়িত্ব সর্বশক্তি দিয়ে পালন করতে হবে। এটাই বর্তমান সময়ের আহ্বান।

প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্রের জাতীয় মর্যাদা কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদ

বরানগরের বনহুগলিতে অবস্থিত প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কেন্দ্র ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর অর্থপেডিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপড (এনআইওএইচ) যার বর্তমান নাম ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর লোকমোটর ডিজএবিলিটিস (এনআইডিডি)। এই প্রতিষ্ঠানটির জাতীয় মর্যাদা কেড়ে নেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার, তার প্রতিবাদে ১৩ সেপ্টেম্বর মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার এবং নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের যৌথ উদ্যোগে এক প্রতিবাদ মিছিল এবং কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় এবং ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিককে স্মারকলিপি দেওয়ার কর্মসূচি নেওয়া হয়।

আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া সত্ত্বেও ইনস্টিটিউশনের ডিরেক্টর উপস্থিত ছিলেন না এবংকেন্দ্রীয় মন্ত্রী কলকাতাতে এলেও ইনস্টিটিউশন ভিজিট করার পরিকল্পনা বাতিল করেন। ইনস্টিটিউশনের ডিরেক্টরের পার্সোনাল সেক্রেটারি স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। তিনি বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন এবং দাবিগুলির ন্যায্যতা স্বীকার করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং ইনস্টিটিউশন এর ডিরেক্টরকে সামাজিক মাধ্যমের সাহায্যে স্মারকলিপিটি পাঠিয়ে দেন। প্রাক্তন সাংসদ এবং মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার ও নাগরিক মঞ্চের কেন্দ্রীয় নেতা ডাঃ তরুণ মণ্ডল, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক ডাক্তার বিপ্লব চন্দ্র, স্বনামধন্য সাহিত্যিক এবং শিক্ষক দীনেশ ভট্টাচার্য স্মারকলিপি প্রদান করেন।

এর বিরুদ্ধে বিপুল সংখ্যক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন সাধারণ মানুষ এবং ইনস্টিটিউশনের ডাক্তার-স্টাফ, রোগী ও তার পরিজন সকলকে সংগঠিত করে দীর্ঘমেয়াদি লাগাতার বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দেন ডাঃ তরুণ মণ্ডল।

ভিওয়ানিতে নির্মাণ শ্রমিক-বৈঠক

হরিয়ানার ভিওয়ানিতে এআইইউটিইউসি-র অন্তর্গত 'ভবন নির্মাণ কারিগর মজদুর ইউনিয়ন'-এর ডাকে ২ সেপ্টেম্বর নির্মাণ শ্রমিকরা এক বৈঠকে মিলিত হন সংগঠনের জেলা দপ্তরে। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ কমরেড রাজকুমার জাঙ্গড়া।

সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড রাজকুমার বাসিয়া বলেন, হরিয়ানা সরকার লকডাউনে শ্রমিকদের মাথাপিছু ৫ হাজার টাকা সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। করোনায় ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সী মৃত নাগরিকদের পরিবারকেও ২ লক্ষ টাকা করে দেবে বলে কথা দিয়েছিল। বাস্তবে কোনও প্রতিশ্রুতিই তারা পূরণ করছে না। বিপরীতে অনেকগুলি শ্রমিকবিরোধী আইন চালু করেছে। বৈঠকে এ সবের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্রতর করার সিদ্ধান্ত হয়।

মহান ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসকে কেন স্মরণ করব

প্রভাস ঘোষ

২০২০ সালের ২৮ নভেম্বর বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ সমগ্র দেশের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে ইংরেজিতে একটি আলোচনা করেন যা অনলাইনে সম্প্রচারিত হয়। ৫ আগস্ট মহান এঙ্গেলসের ১২৬তম মৃত্যুদিবস উপলক্ষে সেই ইংরেজি আলোচনাটির বঙ্গানুবাদ ধারাবাহিকভাবে আমরা প্রকাশ করছি। অনুবাদে কোনও ভুলত্রুটি থাকলে তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমাদের। এবার চতুর্থ পর্ব।

— সম্পাদক, গণদাবী

(৪)

এঙ্গেলসই মার্কসকে অনাহারে মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছেন

মার্কস এবং তাঁর পরিবার কয়েক দশক ধরে অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটিয়েছেন। এঙ্গেলসই সেই ব্যক্তি যিনি মার্কস ও তাঁর পরিবারকে ক্ষুধা থেকে রক্ষা করার জন্য নিয়মিত টাকা পাঠাতেন। এঙ্গেলস একটা কোম্পানির কাজের দেখাশোনা করতেন, যেখানে তাঁর পিতার অংশীদারিত্ব ছিল। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এঙ্গেলস এই কাজে যোগ দিয়েছিলেন। কিছুদিন কাজ ছেড়ে দেওয়ার পর আবারও তিনি কাজে যোগ দেন শুধুমাত্র মার্কসকে সাহায্য করার জন্য। তাঁর পিতা মারা যাওয়ার পর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য অংশীদারির সবটাই তিনি বিক্রি করে দেন। যে টাকা তিনি পান, তাই দিয়ে মার্কসকে সাহায্য করতেন।

আরও একটা বিষয় উল্লেখ্য যে, এঙ্গেলসই হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি সর্বহারা শ্রেণির মুক্তিসংগ্রাম ও তার মাধ্যমে শ্রেণি-বিভাজন ও শ্রেণিশোষণ চিরতরে দূর করার প্রথম পথনির্দেশক হিসাবে মার্কসের মহান ভূমিকাকে উপলব্ধি করেন। সেই কারণেই তিনি মার্কসের মূল্যবান জীবনকে যে-কোনও মূল্যে রক্ষা করাকে আবশ্যিক দায়িত্ব বলে মনে করতেন।

মার্কস একটা চিঠিতে এর স্বীকৃতি দিয়ে এঙ্গেলসকে লিখেছিলেন, "নিদারুণ দুঃখের এই দিনগুলি অতিবাহিত করার সময় তোমার কথা ও তোমার বন্ধুত্ব এই আশা নিয়ে আমাকে এগোতে সাহায্য করেছে যে এই পৃথিবীতে এখনও আমাদের একত্রে মূল্যবান কিছু করার আছে।" পুনরায় ১৮৬২ সালে মার্কস লিখেছিলেন, "কয়েক দিনের জন্য তুমি কি এখানে আসতে পার না? আমি সমালোচনামূলক বেশ কিছু পুরানো বিষয় জমিয়ে রেখেছি, যেগুলোতে এমন কিছু পয়েন্ট আছে যা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আগে তোমার সাথে পরামর্শ করে নিতে চাই।" লক্ষ করুন, এঙ্গেলসের মতামতের উপর মার্কস কতটা গুরুত্ব দিতেন। মার্কস পুঁজি গ্রন্থের প্রুফগুলি এঙ্গেলসের কাছে পাঠিয়ে লিখেছেন, "পৃথিবীর আর যে যাই বলুক, তোমার পরিতৃপ্তিই আমার কাছে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।" ভাবুন, এঙ্গেলসের বন্ধুত্ব ও তাঁর মতামতকে মার্কস কতটা মূল্য দিতেন!

মার্কসের ঐতিহাসিক অবদান সম্পর্কে এঙ্গেলস

১৮৭৭ সালে মার্কসের ঐতিহাসিক অবদান সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে এঙ্গেলস লিখেছেন, "কার্ল মার্কসই সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্রের এবং তার ফলে আমাদের যুগের সমগ্র শ্রমিক আন্দোলনের বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি দিয়ে যান। ... আগে ইতিহাস সংক্রান্ত সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিগুলির ভিত্তি ছিল এই ধারণা যে, ইতিহাসের সমস্ত পরিবর্তনের মূল কারণ খোঁজা দরকার মানুষের পরিবর্তনশীল ধ্যানধারণার মধ্যে এবং সমস্ত ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মানুষের এই ধ্যানধারণা হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সমগ্র ইতিহাসের উপর এরই আধিপত্য। কিন্তু এই প্রশ্ন তোলা হয়নি যে, মানুষের মনে এই ধ্যানধারণা আসে কোথা থেকে এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের চালিকাশক্তিগুলি কী কী। ... মার্কস প্রমাণ করে দিয়েছেন, বিগত সব ইতিহাস (আদিম সমাজ ব্যতীত) হল শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস। বহুবিধ ও জটিল সব রাজনৈতিক সংগ্রামের একমাত্র প্রশ্ন ছিল সামাজিক শ্রেণিগুলির সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা, পুরনো শ্রেণিগুলির ক্ষমতা বজায় রাখা ও উদীয়মান নতুন শ্রেণিগুলির ক্ষমতা লাভের প্রশ্ন। কিন্তু কিসের উপর এই শ্রেণিগুলির উৎপত্তি ও অস্তিত্ব টিকে থাকা নির্ভর করে? এগুলি নির্ভর করে নির্দিষ্ট বস্তুগত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব অবস্থার উপর যাকে ভিত্তি করে একটি নির্দিষ্ট সময়কালে মানুষ প্রাণধারণের উপকরণগুলি উৎপাদন ও বিনিময় করে। ... সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে ইতিহাসের এই নতুন ধারণা সবচেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। এটা দেখাল, আগেকার সব ইতিহাস শ্রেণি-বিরোধ ও শ্রেণি-সংগ্রামের মাধ্যমে এগিয়েছে, চিরকালই শাসক ও শাসিত শ্রেণি, শোষক ও শোষিত শ্রেণি থেকেছে আর বরাবরই মানবসমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিপুল অংশ হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে বাধ্য হয়েছে, উপভোগের সুযোগ তারা পেয়েছে সামান্যই। ... শাসক বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণি তার ইতিহাস-নির্ধারিত উদ্দেশ্য পূরণ করেছে, সমাজের নেতৃত্বের ক্ষমতা তার আর নেই, উৎপাদনের বিকাশের পথে সে বরং বাধাই হয়ে দাঁড়িয়েছে। ... ঐতিহাসিক নেতৃত্ব চলে এসেছে সর্বহারা শ্রেণির হাতে, সমাজে এ শ্রেণির সামগ্রিক অবস্থার দরুন এ শ্রেণি নিজেকে মুক্ত করতে পারে কেবল সব শ্রেণি-শাসন, সব দাসত্ব ও সব শোষণ পুরোপুরি শেষ করে দিয়ে। ... মার্কসের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হল পুঁজি ও শ্রমের সম্পর্কের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা, অর্থাৎ বর্তমান সমাজে, উৎপাদনের বর্তমান পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে পুঁজিবাদ কী ভাবে শ্রমিককে শোষণ করে তা দেখিয়ে দেওয়া। ... আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র এই দু'টি বিষয়ের সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত"

মার্কসের মৃত্যুর পর এঙ্গেলসের ভূমিকা

এখন আমি মার্কসের মৃত্যুর পর এঙ্গেলসের বক্তৃতার কিছু অংশ পড়ে শোনাব — "১৪ মার্চ বেলা পৌনে তিনটেয় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক চিন্তা থেকে বিরত হয়েছেন। ... ডারউইন যেমন জৈব প্রকৃতির বিকাশের নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন তেমনি মার্কস আবিষ্কার করেছেন মানুষের ইতিহাসের বিকাশের নিয়ম। ... কিন্তু শুধু এই নয়, বর্তমান পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির এবং এই পদ্ধতি যে বুর্জোয়া সমাজ সৃষ্টি করেছে, তার গতির বিশেষ নিয়মটিও মার্কস আবিষ্কার করেন। যে সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে এতদিন পর্যন্ত সব বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ও সমাজতন্ত্রী সমালোচক উভয়েরই অনুসন্ধান অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছিল, তার ওপর সহসা আলোকপাত হল উদ্বৃত্ত মূল্য আবিষ্কারের ফলে। একজনের জীবদ্দশার পক্ষে এরকম দুটো আবিষ্কারই যথেষ্ট। এমনকি এরকম একটা আবিষ্কার করতে পারার সৌভাগ্য যাঁর হয়েছে তিনিও ধন্য। কিন্তু মার্কসের চর্চার প্রতিটি ক্ষেত্রে— তিনি চর্চা করেছিলেন বহু বিষয় নিয়ে এবং কোনওটাই ওপর ওপর নয়— তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই, এমনকি গণিতশাস্ত্রেও তিনি স্বাধীন আবিষ্কার করে গেছেন।

এই হল বিজ্ঞানী মানুষটির রূপ। কিন্তু এটা তাঁর ব্যক্তিত্বের অর্ধেকও নয়। মার্কসের কাছে বিজ্ঞান ছিল এক ঐতিহাসিকভাবে গতিশীল বিপ্লবী শক্তি। কোনও একটা তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের নতুন যে আবিষ্কার কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের কল্পনা করাও হয়ত তখনও পর্যন্ত অসম্ভব, তেমন আবিষ্কারকে মার্কস যত আনন্দেই স্বাগত জানান না কেন, তিনি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের আনন্দ পেতেন যখন কোনও আবিষ্কার শিল্পে এবং সাধারণভাবে ঐতিহাসিক বিকাশে একটা আশু বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত করছে। উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যুৎশক্তির ক্ষেত্রে যেসব আবিষ্কার হয়েছে তার বিকাশ ... তিনি খুব মন দিয়ে লক্ষ করতেন। কারণ মার্কস সবার আগে ছিলেন বিপ্লববাদী। তাঁর জীবনের আসল ব্রত ছিল পুঁজিবাদী সমাজকে এবং এই সমাজ যেসব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে সৃষ্টি করেছে, তার উচ্ছেদে কোনও না কোনও উপায়ে অংশ নেওয়া, আধুনিক সর্বহারা শ্রেণির মুক্তিসাধনের কাজে অংশ নেওয়া, যে শ্রেণিকে তিনিই প্রথম তার নিজের অবস্থা ও প্রয়োজন সম্বন্ধে, তার মুক্তির শর্তাবলী সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছিলেন। ... যুগে যুগে অক্ষয় হয়ে থাকবে তাঁর নাম, অক্ষয় হয়ে থাকবে তাঁর কাজ।" মার্কসের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পর্কে এঙ্গেলসের মূল্যায়ন আমি সংক্ষেপে পড়ে শোনালাম।

১৮৮৫ সালে 'অ্যান্টি-ড্যুরিং'-এর ভূমিকায় এঙ্গেলস কী ভাবে মার্কসের অবদানকে তুলে ধরেছেন তা লক্ষ করুন, যেখানে তিনি লিখেছেন, "প্রসঙ্গত এ কথা আমাকে বলতেই হবে যে এই বইটিতে ব্যাখ্যা-করা দৃষ্টিভঙ্গির পদ্ধতি মার্কসের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং অনেক বেশি পরিমাণে বিকশিত হয়েছিল আর আমার দ্বারা হয়েছিল খুবই নগণ্য মাত্রায়, তাই আমাদের মধ্যে একটা নিজস্ব বোঝাপড়া ছিল যে আমার এই ব্যাখ্যা তাঁর অজ্ঞাতে প্রকাশ করা হবে না। ছাপাবার আগে সমগ্র পাণ্ডুলিপিটি তাঁকে পড়ে শুনিয়েছিলাম এবং অর্থনীতির অংশটির দশম অধ্যায়টি মার্কস নিজে লেখেন।"

'অ্যান্টি ড্যুরিং' গ্রন্থে এঙ্গেলস বিজ্ঞান নিয়েও চর্চা করেছেন। এই বইয়ের একটি অংশ 'সমাজতন্ত্র ঃ কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক' নামে ১৮৮০ সালে আলাদাভাবে প্রকাশিত হয়, যেখানে তিনি কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধতা করে লিখেছেন। বাস্তবেই এঙ্গেলসের বিখ্যাত লেখাগুলির মধ্যে একটি হল অ্যান্টি-ড্যুরিং। কিন্তু লক্ষ করুন, এই বইটি লিখতে গিয়ে তিনি কী ভাবে মার্কসকে নেতৃত্বকারী ভূমিকায় স্থান দিয়ে তুলে ধরেছেন।

ল্যুডভিগ ফুয়েরবাক ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান গ্রন্থের ১৮৮৮ সালের সংস্করণে মার্কসের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়ে এঙ্গেলস লিখেছেন, ১৮৫৯ সালে বার্লিন থেকে প্রকাশিত অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে নামক গ্রন্থের ভূমিকায় মার্কস বলেছেন কীভাবে ১৮৪৫ সালে ব্রাসেলসে 'জার্মান দর্শনের ভাবগত মতামতের বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্যটি' অর্থাৎ ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা, যা প্রধানত মার্কসেরই রচনা, 'আমরা যুক্তভাবে প্রস্তুত করব, বস্তুতপক্ষে, আমাদের এতদিনকার দার্শনিক বিবেকবুদ্ধির সঙ্গে হিসাব-নিকাশ মিটিয়ে নেব' বলে স্থির করেছিলাম। আমাদের এই সংকল্প কাজে পরিণত হল হেগেল-পরবর্তী দর্শনের সমালোচনা-রূপে।" কিন্তু এটা ছাপা হয়নি। এঙ্গেলস লিখেছেন, "তারপর চল্লিশ বছরের বেশি কেটে গিয়েছে, মার্কস মারা গিয়েছেন এবং আমাদের দু'জনের মধ্যে কেউই এ বিষয়ে প্রত্যাবর্তন করবার সুযোগ পাইনি। নানা প্রসঙ্গে আমরা হেগেলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছি। কিন্তু কোথাও সামগ্রিক ও ধারাবাহিকভাবে নয়। এবং ফুয়েরবাকের প্রসঙ্গে আমরা একবারও প্রত্যাবর্তন করিনি, যদিও সব সত্ত্বেও হেগেল-দর্শন ও আমাদের চিন্তাধারার মধ্যে নানা দিক থেকে তিনিই হলেন অন্তর্বর্তী যোগসূত্র।" এরপর এঙ্গেলস এই বইটি লেখার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। এঙ্গেলস এটাও বলেছেন, "লেখাটি তৈরির আগে, ভবিষ্যতে বিশদে রচনার জন্য তিনি যে নোটগুলি তাড়াহুড়োয় লিখে রেখেছিলেন, মোটেই প্রকাশের জন্য নয়, কিন্তু নতুন বিশ্বদৃষ্টির প্রতিভাদীপ্ত ভ্রূণসত্তার প্রথম দলিল হিসাবে এগুলি অমূল্য।"

আবার 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' বইটির ভূমিকায় এঙ্গেলস লিখেছেন, "একদিক থেকে বলা যায় যে নিচের পরিচ্ছেদগুলিতে একটি উত্তরদায়িত্ব পূরণ করা হয়েছে। স্বয়ং কার্ল মার্কস পরিকল্পনা করেন যে, তিনি ইতিহাস নিয়ে তাঁর নিজের— সীমাবদ্ধভাবে বলা যায় যে আমাদের দু'জনের— বস্তুবাদী অনুসন্ধান থেকে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, সেই প্রসঙ্গে মর্গানের গবেষণার ফলগুলিও উপস্থিত করবেন এবং শুধু এইভাবে তাদের সমগ্র তাৎপর্য ফুটিয়ে তুলবেন। ... আমার পরলোকগত বন্ধু যে কাজ সম্পন্ন করে যেতে পারেননি, আমার রচনায় তার স্থান পূরণ নগণ্যই হবে। তবে মর্গান থেকে মার্কসের বিস্তৃত উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে তাঁর সমালোচনামূলক মন্তব্যগুলি আমার হাতে আছে এবং যেখানেই সম্ভব সেখানে এগুলি আমি পুনরুদ্ধৃত করছি।"

(চলবে)

দেশের সম্পদ বেচে দিচ্ছে সরকার
ধর্মঘটে জবাব দিতে তৈরি মানুষ

দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের টাকা, প্রচার এবং সমর্থনে ক্ষমতায় বসেই তাদের ঋণ শোধ করতে বিজেপি সরকার ব্যাঙ্ক, বিমা, খনি, প্রতিরক্ষা শিল্প প্রভৃতি একের পর এক রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তি তাদের হাতে তুলে দিতে শুরু করে।

দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় বসে বিজেপি সরকার 'ন্যাশনাল মনিটাইজেশন পাইপলাইন' প্রকল্প ঘোষণা করে জানিয়েছে, রেল, জাতীয় সড়ক, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পরিবহণ, তেল ও গ্যাসের পাইপলাইন, ২৫টি বিমানবন্দর, জাহাজবন্দর, স্টেডিয়ামের মতো এমন অজস্র সম্পদ তুলে দেবে পুঁজিপতিদের হাতে। বিনিময়ে কয়েক লক্ষ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হবে। পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যের জাতীয় সড়কের বিভিন্ন অংশে টোল আদায় ও দেখাশোনার দায়িত্ব বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। রেলের ৪০০টি স্টেশন, ৯০টি দূরপাল্লার ট্রেন, দার্জিলিং সহ পাঁচটি টয় ট্রেন, ইস্টার্ন ও ওয়েস্টার্ন ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর, কোঙ্কণ রেলওয়ে কলোনি ও রেলের স্টেডিয়াম বেসরকারি সংস্থা ব্যবহার করে মুনাফা তুলবে। হাওড়া সহ ১২টি ক্লাস্টারের ১০৯ জোড়া ট্রেন চালাবে বেসরকারি সংস্থা।

যদি রাজস্ব বাড়ানোই সত্যি বিজেপি সরকারের লক্ষ্য হত, তবে ঋণের নামে ব্যাঙ্কগুলির যে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা পুঁজিপতিরা গায়েব করে দিয়েছে সেগুলি উদ্ধারে তারা উদ্যোগী হত। যে বিপুল পরিমাণ কালো টাকার সমান্তরাল অর্থনীতি দেশে চলছে, সেই টাকা উদ্ধারে নামত। বড় বড় শিল্পপতি-পুঁজিপতিরা যে হাজার হাজার কোটি টাকা কর ফাঁকি দিয়ে চলেছে, হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি করে পার পেয়ে যাচ্ছে, সে-সব আটকানোর চেষ্টা করত। দুর্নীতিবাজদের গ্রেপ্তার করে শাস্তি দিত। কয়লা, টু-জি স্পেকট্রাম, কমনওয়েলথ গেমস, রাফাল প্রভৃতি অজস্র বড় বড় দুর্নীতিতে জনগণের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে রাঘব বোয়ালেরা। এদের কাউকেই ধরার এবং শাস্তি দেওয়ার ধারকাছ দিয়েও যাচ্ছে না সরকার। বরং এমন সব দুর্নীতি এবং লুঠতরাজ অবাধে চলতে দিচ্ছে।

ফলে, রাজস্ব বাড়ানোর কথাটা এখানে অজুহাত মাত্র। আসল উদ্দেশ্য, দেশের মানুষের এই সব সম্পদ পুঁজিপতিদের হাতে মুনাফা লুঠের উদ্দেশ্যে তুলে দেওয়া।

নয়ের দশকের গোড়ায় বিশ্বায়ন-উদারিকরণের নামে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ঢালাও বেসরকারিকরণ শুরু হয়। ফল হিসাবে আম্বানি-আদানিদের মতো শিল্পপতিদের রকেট গতিতে উত্থান ঘটে। দেশের বিপুল পরিমাণ সম্পদ এবং সম্পত্তির দখল নিয়ে নেয় তারা। উৎপাদনের বিরাট অংশে এই সব শিল্পপতিদের একচেটিয়া দখলদারি কায়েম হওয়ায় তাদের বিপুল মুনাফার খেসারত হিসাবে সাধারণ মানুষের উপর চাপতে থাকে বিপুল মূল্যবৃদ্ধির বোঝা।

মনিটারি পাইপলাইনের মধ্যে দিয়ে নতুন করে যে সব রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পদ এই সব মালিকদের হাতে যাচ্ছে সেগুলিতে অতি দ্রুত ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি এবং পরিষেবা ব্যয় বাড়বে। ট্রেন, মেট্রোর ভাড়া বাড়বে, সড়ক পরিবহণের ব্যয় বাড়বে, তেল-বিদ্যুতের দাম বাড়বে, ফোনের খরচ সহ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে ব্যয় করতে হবে আগের থেকে অনেক বেশি। মূল্যবৃদ্ধি আরও ব্যাপক আকার নেবে। চাকরির ক্ষেত্রে ছাঁটাই আরও তীব্র হবে। বিজেপি নেতাদের এই প্রকল্প পুঁজিপতি-কর্পোরেটদের বিপুল মুনাফা দেবে, তার বিনিময়ে সাধারণ মানুষের জীবনে চরম সর্বনাশ নামিয়ে আনবে। সমাজের একটা বড় অংশ এই সব পরিষেবাগুলি থেকে বঞ্চিতই থেকে যাবে। দেশে সম্পদের কোনও অভাব না থাকলেও তার কোনও কিছুতেই সাধারণ মানুষের কোনও অধিকার থাকবে না।

এস ইউ সি আই (সি) একক প্রচেষ্টায় সর্বশক্তি দিয়ে প্রথম থেকে এই সর্বনাশা নীতির বিরোধিতা করে এসেছে। বামপন্থী হিসাবে পরিচিত অন্য দলগুলি যদি বিশ্বায়ন-উদারিকরণে সামিল না হয়ে যেত, যদি ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের কোটি কোটি শোষিত-বঞ্চিত মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এই নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলত তবে আজ এত সহজে পুঁজিপতিরা এই নীতিকে কার্যকর করতে পারত না। আজও যদি এই সর্বনাশা বেসরকারিকরণের নীতিকে প্রতিহত করতে হয় তবে শোষিত-বঞ্চিত জনসাধারণকে সংগঠিত করে এর বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ২৭ সেপ্টেম্বরের ভারত বনধ। যারাই বিজেপি সরকারের এই সর্বনাশা পদক্ষেপে উদ্বিগ্ন তাদের সকলকেই এই বনধে সামিল হতে হবে।

ভারত বনধের সমর্থনে কেরালায় দেওয়াল লিখন

মোটরভ্যান চালকদের আন্দোলন

উত্তর ২৪ পরগণা ঃ পরিবহণ শ্রমিকের স্বীকৃতি ও পরিচয়পত্র, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কোভিড, ভ্যাকসিন, লকডাউনকালীন মাসিক ৭৫০০ টাকা ভাতা ইত্যাদি দাবিতে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত 'সারা বাংলা মোটর ভ্যানচালক ইউনিয়ন'-এর উদ্যোগে ২ সেপ্টেম্বর ব্যারাকপুর ও বসিরহাটে এবং ৩ সেপ্টেম্বর বনগাঁয় এসডিও দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ইউনিয়নের উত্তর ২৪পরগণা জেলা সম্পাদক বলেন, গত বছরে শ্রমমন্ত্রীর আশ্বাস সত্ত্বেও প্রশাসনিক গাফিলতিতে এই জেলার মোটর ভ্যানচালকদের এখনও পরিচয়পত্র দেওয়া হয়নি। তাঁরা এখনও কোভিড ভ্যাকসিন পাননি। মাসিক ৭৫০০ টাকা লকডাউনকালীন ভাতা দিতেও হেলদোল নেই। অবিলম্বে বিষয়গুলো কার্যকর না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেয় সংগঠন।

ইসলামপুর ঃ বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের ইসলামপুর ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ৩১ আগস্ট টাউন লাইব্রেরি হলে। ভ্যানচালকরা ইসলামপুর শহর জুড়ে মিছিল পরিক্রমা করে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অংশুধর মন্ডল, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও জেলা সম্পাদক গোপাল দেবনাথ এবং শিক্ষক আন্দোলনের নেতা সুজনকৃষ্ণ পাল ও অন্যরা। সম্মেলনে সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন বিকাশ সিংহ, সভাপতি নূরনবী, সহ সম্পাদক নাজমুল হোসেন, কোষাধ্যক্ষ মোঃ বাবলু সহ ১৫ জনের ব্লক কমিটি গঠিত হয়।

জীবনাবসান

পুরুলিয়া জেলার সাঁতুড়ি লোকাল কমিটির অন্তর্গত লালগড় গ্রামে এসইউসিআই(সি) কর্মী কমরেড তপন সরকার ৫ সেপ্টেম্বর দীর্ঘ রোগভোগের পর মাত্র ৫৯ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

১৯৮০-র দশকের প্রথম দিকে কমরেড তপন সরকার দলের সংস্পর্শে আসেন। ক্রমে তিনি এলাকায় যুব কর্মী হিসাবে সংগঠনের দায়িত্ব পালন করেন। সেই সময়ে ভাষা-শিক্ষা আন্দোলনে নিজ এলাকা সহ কেন্দ্রীয় বিভিন্ন আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এই জেলায় ১৯৮৩ সালে 'খরা' ভয়াবহ আকার ধারণ করলে জেলাশাসকের দপ্তর ঘেরাও আন্দোলনে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন এবং আরও অনেক নেতা-কর্মীর সাথে কারাবরণ করেন। এই সংক্রান্ত মিথ্যা মামলার নিষ্পত্তি হয় ১৭ বছর পর ২০০০ সালে। গ্রামের বিড়ি কারখানার শ্রমিকেরা ন্যায়সঙ্গত দাবি নিয়ে দীর্ঘদিন ধর্মঘট চালালে সেই আন্দোলনের সমর্থনে তিনি স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও গরিব খেতমজুরদের সংগঠিত করে ব্লক ও পঞ্চায়েত স্তরে গড়ে ওঠা বহু আন্দোলনের অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

২০১০ সাল থেকে তিনি গুরুতর রোগের শিকার হন এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ায় দলের কাজে আর সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারেননি। তবে নিয়মিত গণদাবী পাঠ, দলের খোঁজখবর রাখা এবং দলীয় নেতা-কর্মীদের সাথে ফোনে যোগাযোগ রাখতেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে এলাকার কর্মী সমর্থক দরদিরা ছুটে যান এবং শ্রদ্ধা জানান। জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড বিনয় ভট্টাচার্যের পক্ষে জেলা কমিটির সদস্য কমরেড কার্তিক মাজী এবং লোকাল কমিটির প্রবীণ সংগঠক কমরেড মধুসূদন বক্সী মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে।

কমরেড তপন সরকার লাল সেলাম

পুরুলিয়া জেলার এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) কর্মী কমরেড উমা মণ্ডল ১৯ আগস্ট ঘুমের মধ্যে হার্ট ব্লক হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর।

১৯৮২ সালে সাঁওতালডিহি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কোয়ার্টারে থাকাকালীন কমরেড প্রতিভা মুখার্জী এবং কমরেড সুকোমল দাশগুপ্তর সান্নিধ্যে এসে অত্যন্ত গরিব এলাকায় দল এবং মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের (এমএসএস) সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। পরবর্তী সময়ে জেলা এমএসএস-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। দলের প্রথম পার্টি কংগ্রেস সফল করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তী সময়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণার লক্ষ্মীকান্তপুরে থাকাকালীন এমএসএস-এর কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিগত প্রায় ১০ বছর সুগার ও অন্যান্য জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি আর দলের দৈনন্দিন কাজের সাথে যুক্ত থাকতে পারেননি। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় কলকাতার বেহালার বাড়িতেই চিকিৎসার জন্য থাকতেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে দলের কর্মী ও সমর্থকরা শোকাহত।

কমরেড উমা মণ্ডল লাল সেলাম

চীন বিপ্লবের রূপকার মহান মাও সে তুঙ স্মরণে

৯ সেপ্টেম্বর চিন বিপ্লবের রূপকার মাও সে তুঙয়ের স্মরণ দিবস দেশের সর্বত্র যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। দলের শিবপুর সেন্টারে মহান নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ (বাম দিকে)। দলের কেন্দ্রীয় অফিসে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান পলিটবুরো সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ।

শিক্ষক দিবসে সরকারি অনুষ্ঠান বয়কট

শিক্ষকদের প্রতি বঞ্চনার প্রতিবাদে ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসে সরকারি সমস্ত অনুষ্ঠান বয়কট করে কলকাতার বাঁশদ্রোণী, হাওড়ার বেলপুকুর, পূর্ব মেদিনীপুরের মেছেদা, বাঁকুড়ার ইন্দপুর, বীরভূমের বোলপুর, উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর সহ রাজ্যের সর্বত্র বিক্ষোভ সভা, মিছিল এবং অনলাইন প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি।

অনলাইন সভায় মুখ্য বক্তা ছিলেন সমিতির পূর্বতন সম্পাদক, শিক্ষক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা কার্তিক সাহা। বক্তব্য রাখেন সমিতির পূর্বতন সভাপতি অজিত হোড়, পুরুলিয়া জেলার প্রাক্তন সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হাণ্ডা প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মোসাব্বর হোসেন।

বক্তারা বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা, সিলেবাস তৈরি, নিয়োগ, বদলি ইত্যাদি কোনও ক্ষেত্রেই শিক্ষকদের মতামতের কোনও তোয়াক্কা সরকার করে না। কেবলমাত্র সরকারের নির্দেশ কার্যকর করাই যেন শিক্ষকদের কাজ। অন্যথায় গালমন্দ, শারীরিক নির্যাতন পর্যন্ত সরকারি কর্তারা করেন। চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দূরবর্তী জেলায় অনৈতিক বদলি করে দেওয়া তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আনন্দ হাণ্ডা ২১ সেপ্টেম্বর প্রাথমিক স্তর থেকে পঠন-পাঠন চালুর দাবিতে নবান্ন অভিযানের কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

মধ্যপ্রদেশের গুনায় বিক্ষোভ

ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি, পেট্রল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ বিল ২০২১-এর বিরুদ্ধে এবং কৃষকদের ফসলের ন্যায্য দাম, বন্যাপীড়িতদের সরকারি সাহায্য দেওয়ার দাবিতে এস ইউ সি আই (সি) মধ্যপ্রদেশ গুনা জেলা কমিটি ৯ সেপ্টেম্বর বিক্ষোভ দেখায়। বক্তব্য রাখেন দলের জেলা সম্পাদক কমরেড মনীষ শ্রীবাস্তব, লোকেশ শর্মা, নরেন্দ্র ভদোরিয়া, প্রীতি পটবর্ধন প্রমুখ।

যুব কনভেনশন

৫ সেপ্টেম্বর অল ইন্ডিয়া আনএমপ্লয়েড ইয়ুথ স্ট্রাগল কমিটির উদ্যোগে দিল্লির বুরাড়িতে বেকারি বিরোধী যুব কনভেনশন হয়। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক অমরজিৎ কুমার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

হাড়োয়াতে অ্যাবেকার দাবি আদায়

৮ সেপ্টেম্বর উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়া কাস্টমার কেয়ার সেন্টারে (সিসিসি) শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক ব্যাপক বিক্ষোভ দেখায়। তাদের দীর্ঘদিনের দাবি, হাড়োয়াতে কমপক্ষে দু'টি সাবস্টেশন করতে হবে। বিরাট হাড়োয়া সিসিসি-কে ভেঙে তিনটি সিসিসি করতে হবে। মনগড়া বিল নয়, যথার্থ মিটার রিডিং এর ভিত্তিতে বিল করতে হবে। একই সাথে তাদের দাবি ছিল— গৃহস্থে প্রতি মাসে ১০০ ইউনিট এবং কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দিতে হবে। জনবিরোধী বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ ও তার সংশোধনী বিল ২০২১ প্রত্যাহার করতে হবে। বিশাল পুলিশ বাহিনী বিক্ষোভ দমনে নেমে পড়ে ও চারজন গ্রাহককে গ্রেপ্তার করে। শেষপর্যন্ত স্টেশন ম্যানেজার (এস এম) ডেপুটেশন গ্রহণ করে আলোচনায় বসেন।

অ্যাবেকা জেলা সম্পাদক রবীন দেবনাথের নেতৃত্বে হাড়োয়া শাখা কমিটির সম্পাদক মনিরুজ্জামান সহ প্রতিনিধিদল ১২ দফা দাবিপত্র প্রদান করেন। স্থানীয় সমস্যাগুলো সমাধানের ব্যবস্থা হয়। কয়েকটা দাবি মেনে নিয়ে বাকিগুলি ডিভিশনাল ম্যানেজারের কাছে সুপারিশ করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দাবি আদায় হওয়ায় শুধু গ্রাহকরা নন, এলাকার জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে। এই ঘটনা প্রমাণ করল সঠিক নেতৃত্বে আন্দোলনই দাবি আদায়ের একমাত্র পথ।

জলের দাবিতে বিক্ষোভ রঘুনাথপুরে

পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর ব্লকের খাজুরা, নূতনডি অঞ্চলের গ্রামগুলিতে কয়েক হাজার পরিবারের বাস। কিন্তু পানীয় জলের সুব্যবস্থা নেই। ১০০টি পরিবারের জন্য দুটি মাত্র কল। আবার কোনও গ্রামে বেশিরভাগ নলবাহিত কলে জল পড়ে না। গভীর নলকূপেও পানের যোগ্য জল পড়ে না। কোথাও ফ্লুরাইড দূষণ রয়েছে।

এই সমস্যা সমাধানের দাবিতে গ্রামবাসীদের গণস্বাক্ষর করে ৬ সেপ্টেম্বর রঘুনাথপুর ব্লকের বিডিও-র কাছে ডেপুটেশন দেয় নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ রঘুনাথপুর শাখা। কমিটির নেতৃত্বে গ্রামবাসীরা ব্লক অফিসের গেটে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখায়। কমিটির আহ্বায়ক নারায়ণ চন্দ্র ঝেরাইত জানান, স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরে পানীয় জলের জন্য আমাদের রাস্তায় নামতে হবে কোনওদিন ভাবিনি। তবে এই দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব।

নিমতৌড়িতে পানচাষিদের বিক্ষোভ

পানের আড়তদাররা তাদের কমিশন শতকরা ৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬ টাকা করলে 'পানচাষি সমন্বয় সমিতি'-র পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নেতৃত্বে শতাধিক কৃষক ২৯ আগস্ট নিমতৌড়ির আড়তে মিছিল করে কর্তৃপক্ষকে ডেপুটেশন দেন। কর্তৃপক্ষের অনড় মনোভাবকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কৃষকরা গ্রামে গ্রামে বৈঠক করে সংগঠিত করছেন চাষিদের।

এমনিতেই দীর্ঘ করোনা মহামারীর ফলে কৃষক সমাজের সাথে পানচাষিরাও অত্যন্ত সঙ্কটগ্রস্ত। আমফান-বুলবুল-ইয়াস এবং অতিবৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে গিয়েছে চাষ। চাষিরা কোনও রকমে বরজ টিকিয়ে রেখেছেন। তার উপর পানের দাম কম, গুছিতে বাড়তি পান দিতে বাধ্য করা, ঘুষ নেওয়া, পানের বোঝা পিছু দুশো পান বাদ দেওয়া সহ আড়তদার-পাইকারদের জুলুমবাজিতে পানচাষিরা অতিষ্ঠ। পানের মতো অর্থকরী ফসলকে আজও 'কৃষিপণ্য' হিসেবে সরকার ঘোষণা করেনি, যার বিরুদ্ধে সমিতির নেতৃত্বে আন্দোলন চলছে। ২০১৭ সালে আড়তদারি শতকরা ৮ টাকা আদায় করতে গেলে আন্দোলনের চাপে জেলাশাসক-আড়তদার-সমিতির সদস্যদের বৈঠকে পুরনো ৫ টাকা আড়তদারি বহাল থাকে। সমিতির জেলা সভাপতি বিবেকানন্দ রায়, সম্পাদক সোমনাথ ভৌমিক, কোষাধ্যক্ষ প্রবীর প্রধানরা জানান, গ্রামে গ্রামে চাষিরা সংগঠিত হচ্ছেন।

দিল্লিতে ২১ বছর বয়সী আইনজীবীর গণধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে এআইএমএসএস ৮ সেপ্টেম্বর বিক্ষোভ দেখায় কর্ণাটকের মাইসোর ব্যাঙ্ক সার্কেলে

বিদ্যুৎ বিল (সংশোধনী) ২০২১

প্রতিরোধে ভারত বনধ

বিদ্যুৎকে পরিষেবার বদলে পণ্য হিসাবে দেখায় পূর্বতন বিজেপি সরকারের বিদ্যুৎ আইন-২০০৩। এর ফলেই বিদ্যুৎ মাশুল লাগামহীন। কিন্তু এতেও সন্তুষ্ট নয় একচেটিয়া মালিকের দল। তাদের মুনাফা আরও বৃদ্ধির সুযোগ দিতে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার এনেছে বিদ্যুৎ আইন (সংশোধনী) বিল ২০২১। যার মূল কথা যৌথ তালিকাভুক্ত বিষয় বিদ্যুৎকে রাজ্যের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া। অন্য দিকে বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে শুরু করে পরিবহণ ও বণ্টন সমস্তটা একচেটিয়া কর্পোরেট মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া।

সমস্তটা কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হাইকোর্টের সমতুল্য 'ইলেকট্রিসিটি কনট্রাক্ট এনফোর্সমেন্ট অথরিটি' (ইসিইএ) নামে নতুন সংস্থা তৈরি হচ্ছে। তারা বিদ্যুতের ক্রয়, বিক্রয় ও সঞ্চালন, এমনকি পরিষেবা সংক্রান্ত সাধারণ অভিযোগ নিরসনের একচ্ছত্র অধিকারী হবে। রাজ্য সরকার ও রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, 'ওমবাডসম্যান' এর মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিকারে গ্রাহকদের যতটুকু সুযোগ ছিল, সেটি পুরোপুরি বন্ধ হবে। এই ইসিইএ-তে ন্যায় বিচার না পেলে গ্রাহকদের যে কোনও সমস্যা নিয়ে একেবারে সুপ্রিম কোর্টে যেতে হবে। যা সাধারণ গ্রাহকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। ফলে বিদ্যুৎক্ষেত্রে নানা প্রকার জুলুম বাড়লেও ন্যায়বিচার পাওয়ার ন্যায্য অধিকার বাস্তবে গ্রাহকদের থাকবে না।

বিদ্যুৎ বিল ২০২১-এ সমস্ত তথাকথিত 'পারস্পরিক ভর্তুকি' (ক্রস সাবসিডি) তুলে দিয়ে সকলের মাশুল সমান করা হবে বলা হয়েছে। ফলে যাদের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছাতে পরিকাঠামো তৈরির ৯০ শতাংশ ব্যয় হয়, সেই বৃহৎ শিল্পপতিদের মাশুল কমবে, আর গৃহস্থ, ক্ষুদ্র শিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও কৃষি গ্রাহকদের মাশুল ব্যাপক বাড়বে। বলা হয়েছে, যদি কোনও সরকার বিদ্যুৎ গ্রাহকদের কিছু ভর্তুকি দিতে চায় তবে তা সরাসরি গ্রাহকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দিতে হবে। অর্থাৎ আগে বিশাল অঙ্কের পুরো বিল মেটাতে হবে, তারপর ভর্তুকির প্রশ্ন। বুঝতে অসুবিধা হয় না, রান্নার গ্যাসের কায়দাতে অচিরেই এই ভর্তুকি বিলুপ্তও হবে! যে রাজ্যগুলিতে কৃষি-বিদ্যুতে কিছুটা অন্তত ভর্তুকি আছে, এই আইন গৃহীত হলে তা বন্ধ হবে। ফলে কৃষিতে বিদ্যুতের দাম বাড়বে। বাড়বে ফসলের উৎপাদন খরচ। চাষি জড়াবে ঋণের জালে, সর্বস্তরের মানুষ জড়াবে মূল্যবৃদ্ধির ফাঁসে।

রাজ্যে রাজ্যে বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানিগুলি বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে নতুন করে ফ্র্যাঞ্চাইজি নিয়োগ করবে, যাদের লাইসেন্স দরকার হবে না। ফলে নতুন একটা পক্ষকে সন্তুষ্ট করতে আরও এক দফা বিদ্যুতের মাশুল বাড়বে। তাছাড়া, লাইসেন্সবিহীন ফ্র্যাঞ্চাইজির মাধ্যমে বণ্টনজনিত সমস্যা (বিদ্যুৎ বিল, মিটার, লাইন মেরামত, ট্রান্সফরমার মেরামত ও পাল্টানো, নতুন লাইন নেওয়া, নিরাপত্তা ইত্যাদি) সমাধানে গ্রাহকদের হয়রানি ও অর্থ ব্যয় প্রবল ভাবে বৃদ্ধি পাবে। এই বিলটি সংসদে পাশ করানোয় বাধা আসার ফলে সরকার কৌশলে প্রতারণার ছদ্মবেশে প্রয়োগ শুরু করেছে। তৈরি করেছে স্ট্যান্ডার্ড বিডিং ডকুমেন্ট যার মূল লক্ষ্য ১) ব্যক্তি শিল্পপতিদের কাছে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিদ্যুৎ পরিষেবা সংক্রান্ত সব সম্পদ বিক্রি করা। ২) বণ্টন কোম্পানির জমি-বাড়ি সামান্য ভাড়ায় ব্যক্তি মালিকদের দিয়ে দেওয়া। ৩) সমস্ত সরকারি বিদ্যুৎ কর্মচারীদের প্রাইভেট কোম্পানির কর্মচারীতে পরিণত করা। ইতিমধ্যেই বিদ্যুৎ সেক্টরে টাটা, এসার, আদানি, গোয়েঙ্কা, টোরেন্ট কোম্পানি আছেই। এখন চেষ্টা হচ্ছে নিলাম ডেকে পুরো বিদ্যুৎ বণ্টন ব্যবস্থাকে মাত্র কয়েকজন একচেটিয়া কর্পোরেটের কাছে হস্তান্তর করা।

ইতিমধ্যে পুদুচেরি, জম্মু ও চণ্ডীগড়ের মতো কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে সমগ্র বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বন্টন ব্যবস্থাকে কর্পোরেটের কাছে বিক্রি করার নোটিস জারি হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকার পূর্বাঞ্চল বিদ্যুৎ বণ্টন নিগমকে বেসরকারি করার সিদ্ধান্ত নিলে তার বিরুদ্ধে সারা দেশের বিদ্যুৎক্ষেত্রের সমস্ত কর্মচারী সংগঠন ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। অ্যাবেকা সেই আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জানায়। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের চাপে উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকারকে এই জনবিরোধী সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যেই মিটার রিডিং, বিল তৈরি, বিল বণ্টন, মেরামতি, নতুন কানেকশন দেওয়া সহ বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালনের বহু বিষয় কন্ট্রাক্টরদের হাতে দেওয়া হয়েছে।

অ্যাবেকার প্রতিবাদ উপেক্ষা করে পশ্চিমবঙ্গে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহারের বিষয়ে নতুন রেগুলেশনে বলা হয়েছে। সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করতে ও ব্যবহার করতে হলে লাইসেন্স নিতে হবে। তার শর্ত হচ্ছে উৎপাদিত সৌর বিদ্যুৎ পুরোটাই পূর্ব নির্ধারিত দামে ন্যাশানাল গ্রিডে বিক্রি করতে হবে। তারপর সেই বিদ্যুৎ 'নেট মিটারিং' ব্যবস্থার মাধ্যমে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির নির্ধারিত দামে কিনে নিতে হবে।

কী আছে বিলে

- বিদ্যুৎ শিল্পের সামগ্রিক বেসরকারিকরণ হবে
- বিদ্যুৎ যৌথ তালিকায় থাকবে না
- কেন্দ্রের অথরিটিই দাম নির্ধারণের একচ্ছত্র মালিক
- কেন্দ্রীয় অথরিটির কাছে অভিযোগ নিষ্পত্তি না হলে যেতে হবে সুপ্রিম কোর্টে
- ক্রস সাবসিডি উঠে যাবে। পুঁজিপতিদের মাশুল কমবে, বাড়বে সাধারণ মানুষের
- ভর্তুকি বন্ধ হবে
- নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি নিয়োগ করায় মাশুল বাড়বে
- চালু হবে প্রিপেড মিটার। মিটার রিডার থাকবে না। ছাঁটাই হবে বহু শ্রমিক
- দেশের মানুষ বিদ্যুৎ না পেলেও বিদেশে বিক্রি করা যাবে

চালু করা হয়েছে প্রিপেড মোবাইলের মতো প্রিপেড মিটার। যার টাকার ব্যালেন্স শেষ হয়ে গেলে নিজে থেকেই বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এই ব্যবস্থা চালু হলে মিটার রিডিংয়ের দরকার হবে না। ফলে ছাঁটাই হবেন বহু শ্রমিক। অবলুপ্ত হবে বহু পদ। মিটার সংক্রান্ত সমস্যাগুলি নিয়ে গ্রাহক হয়রানি চূড়ান্ত হবে। এই বিদ্যুৎ বিল চালু হলে কৃষকরা চরম বিপদে পড়বে। বহু রাজ্যে কৃষিতে বিদ্যুতের লাইন, সাবস্টেশন, ফিডার অন্যান্য স্তরের গ্রাহকদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে দেওয়া শুরু হয়েছে। বলা হচ্ছে, এর ফলে কৃষকদের পুরো ভোল্টেজে অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পেতে সুবিধা হবে। কিন্তু এর আসল উদ্দেশ্য হল যখন শিল্পপতিরা বিদ্যুৎ কম নেবে, সেই অব্যবহৃত বাড়তি বিদ্যুৎ রাত ১০টা থেকে সকাল ৬ টা পর্যন্ত চাষিদের দেওয়া হবে। সারাদিন তাঁরা বিদ্যুৎ থেকে বঞ্চিত থাকবেন। রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে মাঠে সেচ দিতে গিয়ে তাঁরা অসুস্থ হবেন, সাপের কামড়ে মরবেন। আর তাঁদের মৃত্যুর বিনিময়ে একচেটিয়া বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের মুনাফা বৃদ্ধি পাবে। অদূর ভবিষ্যতে প্রান্তিক, ক্ষুদ্র, মাঝারি চাষি ক্রমবর্ধমান খরচ সামাল দিতে না পেরে জমি থেকে উৎখাত হবে। আর বিশাল বিশাল জোতে এই কর্পোরেট মালিকরা আলাদা ফিডারের সর্বক্ষণের বিদ্যুৎ ব্যবহার করে খাদ্যশস্য সহ সমস্ত ফসলের একচেটিয়া উৎপাদকে পরিণত হবে।

এইভাবে শহর-গ্রামের বিপুল সংখ্যক মানুষ বিদ্যুৎ কিনতে অক্ষম হয়ে পড়লে সেই বাড়তি বিদ্যুৎ যাতে বিদেশে বিক্রি করতে পারা যায় তার জন্য 'ক্রস বর্ডার ট্রেড' নামে একটি ধারা এই সংশোধনী বিলে আনা হয়েছে। অর্থাৎ দেশের কয়লা ব্যবহার করে দেশেরই শ্রমিক যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে, তা দেশের সীমানা পেরিয়ে বাড়তি মুনাফা লুটতে বিদেশে যাবে দেশের মানুষকে বিদ্যুৎহীনতার অন্ধকারে রেখেই। এই হল সর্বনাশা বিদ্যুৎ বিল-২০২১ এর কিছু ভয়ঙ্কর দিক। এই বিল বাতিল করার জন্য সংযুক্ত কিসান মোর্চা দীর্ঘ ১০ মাসের আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ২৭ সেপ্টেম্বর ভারত বনধের ডাক দিয়েছে। এই বনধকে সর্বাত্মক সফল করা সর্বস্তরের বিদ্যুৎ গ্রাহকের কর্তব্য।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি)-র দার্জিলিং জেলা কমিটির পূর্বতন সদস্য কমরেড প্রমতোষ দাস ২১ জুলাই দীর্ঘ রোগভোগের পর ৭৪ বছর বয়সে প্রয়াত হন। মৃত্যুসংবাদ পাওয়া মাত্র জেলা সম্পাদক কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য, বিনয় সূত্রধর, তন্ময় দত্ত সহ জেলা নেতৃবৃন্দ তাঁর বাসভবনে যান ও বিপ্লবী শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

১৯৬৮-'৬৯ সালে জেলায় পার্টির শুরুর সময়ে যখন দলের নাম বিশেষ কেউ জানত না তখন থেকেই কমরেড প্রমতোষ দাস পূর্বতন জেলা সম্পাদক কমরেড স্বপন মল্লিকের সঙ্গে থেকে কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দলের বিপ্লবী চিন্তার প্রসার ঘটানোর চেষ্টা চালিয়েছেন। '৭১ সালে কংগ্রেসের গুন্ডারা মধ্যরাতে পার্টি অফিসে বোমা ফেললে তিনি একা লাঠি হাতে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন, যা এলাকার মানুষ আজও স্মরণ করেন। সরলমনা এই কমরেড ছিলেন দলের অত্যন্ত অনুগত। নিজের চরিত্রের জোরে পরিবারের অনেককেই তিনি দলে যুক্ত করেছেন। কমরেড দাস দীর্ঘদিন দলের অফিস সম্পাদক ছিলেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে বিপিটিএ-র দায়িত্ব এবং চতুর্থ শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষার দায়িত্ব পালন করেছেন। শেষ জীবনে অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি দলের খবরাখবর রাখার চেষ্টা করতেন।

৩০ জুলাই কমরেড প্রমতোষ দাসের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য, ভবেশ দাস প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন কমরেড বিনয় সূত্রধর।

কমরেড প্রমতোষ দাস লাল সেলাম

বার্ধক্যজনিত দীর্ঘ রোগভোগের পর ২৩ আগস্ট শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন কমরেড গৌরী হালদার। অসমসাহসী গৌরীদেবী দক্ষিণ ২৪ পরগনায় পাথরপ্রতিমার দক্ষিণ গঙ্গাধরপুর অঞ্চলের বাহিরচকের বাসিন্দা ছিলেন। এক সময় এখানে মলয়া-মধুসুদনপুরে জোতদারদের শোষণ, অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র চাষি আন্দোলন গড়ে ওঠে। তাতে কয়েকজন জোতদার মারা যান। তাকে কেন্দ্র করে এলাকায় পুলিশ ক্যাম্প বসে এবং ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করে। চাষিদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতেন গৌরী হালদারের স্বামী কমরেড কার্তিক হালদার। পুলিশি সহায়তায় মজুতদারি আইন ভেঙে জোতদারেরা বাইরে ধান পাচার করতে গেলে কমরেড গৌরী হালদারের নেতৃত্বে মহিলারা রুখে দাঁড়ান এবং অসীম সাহসে পুলিশকে প্রতিহত করেন।

গৌরীদেবীকে ধরার জন্য বিশাল পুলিশ বাহিনী এলাকায় যায়। আগে থেকে বুঝতে পেরে তৎকালীন জেলা সম্পাদক কমরেড ইয়াকুব পৈলান গৌরী দেবীকে আত্মগোপনে থাকার জন্য কলকাতায় পাঠিয়ে দেন। কিছুদিন পর কমরেড কার্তিক হালদারকেও পুলিশ ও জোতদারের অত্যাচারে বাড়ি ছাড়া হতে হয়। তাঁদের নিরাপদ আশ্রয়ে রাখার মতো ক্ষমতা তখন পার্টির ছিল না। তাঁরা ঢাকুরিয়ায় রেললাইনের ধারে চাঁচড়ার বাড়ি তৈরি করে থাকতে শুরু করেন এবং গৌরী হালদার পরিচারিকার কাজ শুরু করেন। তখন কয়লার উনুনে কলকাতায় বহু বাড়িতে রান্না হত। কমরেড গৌরী হালদার বড়লোক বাড়ির রান্নার শেষে ফেলে দেওয়া আধপোড়া কয়লা কুড়িয়ে বেচে সংসার চালাতেন। জোতদারদের অত্যাচারে গ্রামছাড়া দলীয় কর্মীরা আত্মগোপন করে থাকার জন্য তাঁর ওই বাড়িতে আশ্রয় নিতেন। তিনি তাঁর ওই কষ্টের সংসারের মধ্যেও যত্নসহকারে তাঁদের থাকা, খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। আজীবন পার্টি দরদি কমরেড গৌরী হালদারের মৃত্যুর খবর পেয়ে শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর বাড়িতে যান স্থানীয় চাষি আন্দোলনের বিশিষ্ট বর্ষীয়ান সংগঠক কমরেড কেশব হালদার। পাথরপ্রতিমা ব্লকের লোকাল কমিটিগুলোর পক্ষ থেকে তাঁর বিপ্লবী কর্মকাণ্ডকে স্মরণ করে নীরবতা পালন করা হয়।

কমরেড গৌরী হালদার লাল সেলাম

বি এস এন এল বাঁচাও কমিটির অবস্থান বিক্ষোভ

এসএলএ প্রথা বাতিল, ২০১৯-২০ সালের বকেয়া প্রদান, মৃত/অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের গ্র্যাচুইটি প্রদান, ইএসআই এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের বকেয়া প্রদান এবং কর্মচারীদের পুনর্নিয়োগের দাবিতে দুই শতাধিক জব কন্ট্রাক্ট কর্মচারী (জেসিএল) ১ সেপ্টেম্বর থেকে কলকাতা টেলিফোন ভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন। বিএসএনএল বাঁচাও কমিটির ডাকে এই অবস্থানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী মেধা পাটকর, সংগঠনের আহ্বায়ক অমিতা বাগ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ১০ জনের প্রতিনিধিদল ২ সেপ্টেম্বর চিফ জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ৫ দফা দাবিপত্র পেশ করেন। কর্তৃপক্ষ দাবি পূরণের আশ্বাস দিয়েছেন।

২৭ সেপ্টেম্বর ভারত বনধ সফল করুন

একের পাতার পর

এর ফলে কৃষকের ঘাড়ে বিপুল ঋণের বোঝা চেপেছে এবং তাদের আত্মহত্যার পথ ঠেলেদেওয়া হয়েছে। কৃষকরা এটাও অনুভব করেছেন, পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের পথ অনুসরণ করে চলছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার। তাদের বৃহৎ পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষাকারী নীতি শ্রমিক, মহিলা, ছাত্র, যুবক সহ সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে।

এই কারণেই আজ কৃষকরা বিজেপি সরকারের এই ঘৃণ্য নীতি প্রতিহত করতে বদ্ধপরিকর। কৃষকরা সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করছেন, এই মহতী সংগ্রামে তারা একা নন। শ্রমিক, মহিলা, ছাত্র-যুবক, কর্মচারী, চিকিৎসক, বুদ্ধিজীবী সহ নির্যাতিত সমস্ত জনগণ তাদের পাশে আছেন এবং নানাভাবে তাদের সাহায্য করছেন। এই অকুণ্ঠ সমর্থন তাদের লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রামে সাহায্য করছে। কয়েকশো কৃষক সংগঠনের যুক্ত মঞ্চ 'সংযুক্ত কিসান মোর্চা' এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দিচ্ছে। কৃষক সংগঠন এআইকেকেএমএস এই মঞ্চের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। আমরা বিশ্বাস করি, বিজয়ের লক্ষ্যে এই সংগ্রামকে তারা পরিচালিত করতে পারবেন।

আন্দোলনের শুরুর দিন থেকেই আমাদের পার্টি সমস্ত শক্তি, আবেগ, সামর্থ্য ও ক্ষমতা নিয়ে এই সংগ্রামে রয়েছে। সাথে সাথে আমরা সরকারের সমস্ত জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি এবং শ্রমিক, কর্মচারী, ছাত্র, যুবক, মহিলাদের উপর সমস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছি। আমরা জানি, দেশের শ্রমজীবী জনগণ পুঁজিবাদী শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে চলেছে, যা সারা দেশে মানুষের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম করে তারা জনগণের সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিচ্ছে ও আন্দোলনকে নির্মমভাবে দমন করছে। এইরকম একটি অন্ধকারময় পরিস্থিতিতে শুধু কৃষকরা নয়, শ্রমিক, কর্মচারী, ছাত্র, যুবক, মহিলা, বুদ্ধিজীবী, গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে এবং তৃণমূল স্তরে 'গণকমিটি' গঠন এবং স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করে আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে হবে। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে আমরা জানি যে 'জনগণই ইতিহাস সৃষ্টি করে'। শ্রমিকশ্রেণির দলের কর্তব্য হল 'জনগণের কাছ থেকে শেখা, বিপ্লবী রাজনীতি ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে তাঁদের সংগঠিত করা'। এই কাজটিই আমরা আমাদের সাধ্য ও শক্তি অনুযায়ী করে চলেছি।

এই সংগ্রামকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে 'সংযুক্ত কিসান মোর্চা' ২৭ সেপ্টেম্বর ভারত বনধ-এর আহ্বান জানিয়েছে। আমরা মনে করি, এ অত্যন্ত সময়োচিত পদক্ষেপ। বিজেপি সরকার ও তার হিন্দুত্ববাদী দুষ্কৃতীরা এই আন্দোলনকে ধ্বংস করতে প্রাণপণ চেষ্টা করবে। একচেটিয়া পুঁজিপতি ও বহুজাতিকদের আজ্ঞাবহ বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার তাদের জনবিরোধী নীতিগুলিকেই বহাল রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে। তাই, এই অগণতান্ত্রিক মনোভাবকে পরাস্ত করতে এবং দাবিগুলি আদায় করতে দেশজুড়ে দীর্ঘস্থায়ী সুসংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলা আজ একান্ত জরুরি। আমরা বিশ্বাস করি, সমস্ত ক্ষেত্রের জনগণ সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এসে এই বনধকে সর্বাত্মক সফল করবেন এবং এই আন্দোলনের পূর্ণ বিজয়ের পথকে প্রশস্ত করবেন। 'আমরা লড়ব, আমরা জিতব'।

অনিবার্য কারণে এই সংখ্যায় রেভোলিউশনারি আফগান উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশন (রাওয়া) নেত্রীর সাক্ষাৎকারটি প্রকাশ করা গেল না

মন্ত্রীরা উন্নয়নের খোয়াব দেখাচ্ছেন

শুধু আগস্টেই কাজ খুইয়েছেন ১৫ লক্ষ

বছর দেড়েক আগে বিয়ে করে নতুন সংসার পেতেছে বছর তিরিশের নীলেশ। বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা-মা, সদ্য আসা ছোট্ট নতুন অতিথি। কিন্তু হঠাৎই ঘনিয়ে এল সঙ্কটের কালো মেঘ। পারিবারিক ছোট ব্যবসা বন্ধের মুখে, হাতে পয়সা নেই। অথচ সকলের দায়িত্ব তারই কাঁধে। যে সংসার হাসিখুশিতে ভরে থাকার কথা, তাতে নেমে এসেছে ঘোর অন্ধকার। দীর্ঘশ্বাসের সাথে গলা দিয়ে বেরিয়ে এল— 'রেশনে চাল-গম না দিয়ে যদি একটু বিষ দিত'।

অনলাইন খাবার ডেলিভারি কোম্পানিতে কাজ করে অরুণ। দু'বেলা বাইক নিয়ে ছুটে চলে শহরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। মাসে যা রোজগার হয় তাতে কোনও রকমে তিন জনের সংসার চলে যায়। অতিমারিতে খাবারের অর্ডার কমে গেল। মানুষের রোজগার অনিশ্চিত হলে রেস্টুরেন্টের অর্ডারও অনিশ্চিত। ফলে অরুণদেরও মজুরির ওঠানামা বাড়ছে। অজস্র বেকার যুবক এই কাজে ঢোকায় কাজের ক্ষেত্রও ক্রমাগত সংকুচিত হচ্ছে। তাকে আর ঘনঘন বাইক ছোটাতে দেখা যায় না। পেট্রল-ডিজেলের দাম প্রতিদিন বাড়তে থাকায় বাইকের খরচ জোগানোও কষ্টকর।

বাড়ি বাড়ি পরিচারিকার কাজ করেন কমলা মাসি। লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে ট্রেনে শিয়ালদায় এসে কয়েকটি বাড়িতে তার কাজ। বাড়িতে পঙ্গু স্বামী, দুই ছেলে। ভোররাতে উঠে তাদের ফেলে দৌড়তে দৌড়তে কাজ সেরে আবার সন্ধ্যেয় বাড়ি ফেরা। এমনটাই চলছিল। করোনায় দীর্ঘদিন ট্রেন বন্ধ, তার উপর গৃহস্থ লোক রাখতে নারাজ। এখন কিছু কলমি শাক আর থানকুনি পাতা নিয়ে রাস্তার ধারে বসে কমলা সুর করে ডাকে— 'শাক নিয়ে যান বাবু, ভাল শাক'। এভাবেই কমলারা বেঁচে থাকার লড়াই করছে। চিত্রগুলি শুধু কলকাতা শহরের নয়, দেশের সর্বত্রই করোনা ও লকডাউন পরিস্থিতিতে রোজগারহীন মানুষের এরকমই ভয়ঙ্কর দুর্দশা।

কেন্দ্রের সরকার শোনাচ্ছে 'আচ্ছে দিনের' কথা, 'সব কা সাথ সব কা বিকাশের' কথা। অর্থনৈতিক গবেষণা সংস্থা সিএমআইই-র সাম্প্রতিক রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, সংগঠিত এবং অসংগঠিত ক্ষেত্র মিলিয়ে আগস্টে দেশে কাজ হারিয়েছেন প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষ। যার মধ্যে রয়েছেন ওই দু'জনের মতো অসংখ্য যুবক এবং কমলা মাসিরাও।

বহু ছোট-মাঝারি ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে। নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হয়নি, উল্টে সরকারের শ্রমিক ছাঁটাই নীতি ও জনবিরোধী অন্যান্য নীতির ফলে কাজ চলে গেছে কয়েক কোটি মানুষের। বেকারত্বের হার মোদি জমানায় সাড়ে চার দশকে সর্বোচ্চ। নিরুপায় হয়ে আত্মহত্যার পথ নিতে বাধ্য হচ্ছেন অসংখ্য মানুষ।

বিজেপি সরকারের আচ্ছে দিনের প্রতিশ্রুতি অবশ্য পুরোপুরি 'মিথ্যা' নয়। আচ্ছে দিন এসেছে দেশের ধনকুবেরদের, পুঁজিপতিদের। অতিমারির মধ্যেই মুকেশ আম্বানি, গৌতম আদানি সহ দেশের প্রথম সারির ধনকুবেরদের সম্পদ এক বছরে বেড়ে দেড়গুণ হয়েছে। ১০ হাজার কোটি ডলারের বেশি সম্পত্তির মালিক হয়ে বিশ্বের ধনকুবেরদের সাথে পাল্লা দিচ্ছে মুকেশ আম্বানি গোষ্ঠী। ২০২১-এ আদানি গোষ্ঠীর প্রায় সবকটি ব্যবসার শেয়ারের মূল্য ৫০ শতাংশ হারে বেড়েছে। কোনও কোনও ব্যবসায় আদানিদের মুনাফার হার ছাপিয়ে গিয়েছে ৯০ শতাংশ।

দেশের মানুষের কর্মহীনতা, দারিদ্রের চিত্র সামনে এলেই সরকারি নীতির সমর্থক এক শ্রেণির বুদ্ধিজীবী বলতে থাকেন, কর্মহীন, দরিদ্র মানুষদের সরকার কিছু অনুদান দিলে সমাজে একটা সাম্যের পরিবেশ তৈরি হত। তাঁরা মনে করেন এবং অন্যদের বোঝান, এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতেও কিছু কল্যাণমূলক পদক্ষেপ নিলেই ধনী-দরিদ্রের মধ্যেকার শতযোজন দূরত্ব ঘুচে যেতে পারে। সেই ব্যবস্থা কী? সরকার দরিদ্রদের কিছু ভরতুকি দিতে পারে, বাজেটে তাদের জন্য কিছু প্রকল্প ঘোষণা করতে পারে অথবা ধনীদের সম্পদ বৃদ্ধি হলে তার থেকে ছিটেফোঁটা কিছু দরিদ্রদের দিতে 'কর্পোরেট সোসাল রেসপনসিবিলিটি' জাতীয় কিছু করতে পারে। কিন্তু মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোর প্রশ্নে সরকার কী করেছে? একটা দুটো প্রকল্পের সুবিধাভোগী হলে কি ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে মানুষের? দেশের বেশিরভাগ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা না বাড়লে কি অর্থনীতি চাঙ্গা হতে পারে? অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়ার কারণ হিসেবে অতিমারির অজুহাত দিচ্ছেন দেশের অর্থমন্ত্রী। অতিমারি আসার আগেও কী অর্থনীতির কিছুমাত্র সুস্থির অবস্থা ছিল? নাকি মৃতপ্রায় পুঁজিবাদী অর্থনীতি মৃত্যুশয্যায় কোনওক্রমে সংস্কারের কোরামিন নিয়ে ধুঁকছিল? আর্থিক বৃদ্ধির হার ক্রমাগত নিচে নামছিল। ফলে করোনাতে বিজেপি নেতাদের মুখরক্ষা হয়নি।

সাধারণ মানুষ রুটি-রুজি হারাচ্ছেন, শ্রমিকদের রক্ত-ঘাম নিংড়ে নিচ্ছে মালিকরা, ছাঁটাই চলছে নির্বিচারে। কৃষিক্ষেত্রকে বেসরকারি মালিকের মুনাফার গ্রাসে দেওয়ায় কৃষিজীবী মানুষ সর্বস্বান্ত। এরকম অবস্থায় সরকারের দরকার ছিল তাদের পাশে দাঁড়ানো। এই সব ক্ষেত্রের মানুষদের সব রকমের ট্যাক্স মকুব করা, খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, তা না করে পুঁজিপতিদের কর মকুব করছে সরকার। বৃহৎ পুঁজিমালিকদের কর ছাড় দিয়ে আর্থিক সুবিধা হিসাবে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে সরকার। কারণ তাদের নাকি ব্যবসায় ভয়ানক ক্ষতি হয়েছে! মুকেশ আম্বানির বিশ্বের ধনকুবেরদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কি ব্যবসায় লোকসানের নমুনা? দেখা যাচ্ছে, কর্পোরেট কর আদায় আগের বছরের তুলনায় ২০২০ তে কমেছে ৫৫ শতাংশ।

সরকারকে দেয় করের বিপুল পরিমাণ ফাঁকি দিচ্ছে ধনকুবেররা। চূড়ান্ত অসাম্যের এই পুঁজিবাদী সমাজে অসংখ্য নীলেশ, অরুণ, কমলা মাসি ক্রমাগত দারিদ্রের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে, হাবুডুবু খাচ্ছে সংসারের ঘানি টানতে গিয়ে। আর সরকার সাধারণ মানুষকে উন্নয়নের খোয়াব দেখিয়েই দায়িত্ব শেষ করছে!

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

সকল বেকারের চাকরির দাবিতে রাজ্য যুব সম্মেলন

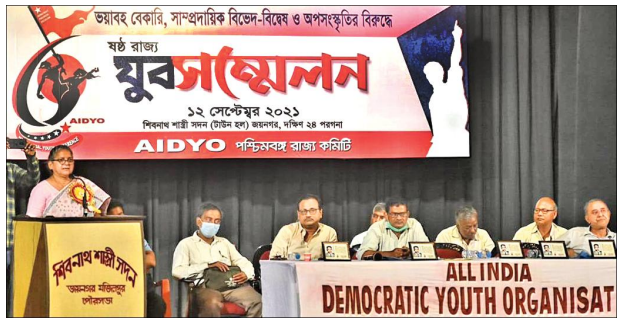

সকল বেকারের চাকরি, বেকার ভাতা চালু, মদ ও মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ করা, অপসংস্কৃতি ও অশ্লীলতা রোধের দাবিতে এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হল বিপ্লবী যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও-র ষষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন।

১২ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগর শহরে শিবনাথ শাস্ত্রী হলে সংগঠনের রক্তপতাকা উত্তোলন করে সম্মেলনের সূচনা করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রতিভা নায়েক। এর পর শহিদ বেদিতে মাল্যদান করেন এস ইউ সি আই (সি) দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নভেন্দু পাল এবং সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। সম্মেলনে রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকে সাত শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। প্রধান বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই (সি) দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সুভাষ দাসগুপ্ত। তিনি বেকারত্ব, অপসংস্কৃতি, মদ, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

সম্মেলনে অঞ্জন মুখার্জিকে সভাপতি এবং মলয় পালকে সম্পাদক ও সুকান্ত সিকদারকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করে ৩৭ জনের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়।

মুম্বইয়ের পৈশাচিক ঘটনায় দেশজুড়ে ধিক্কার

মুম্বইয়ের সাকিনাকা অঞ্চলে এক ফুটপাতবাসী মহিলাকে গণধর্ষণ করে নৃশংসভাবে হত্যা করে দুষ্কৃতীরা। এই পৈশাচিক ঘটনার তীব্র নিন্দা করে এ আই এম এস এসের সর্বভারতীয় সম্পাদক কমরেড ছবি মহান্তি ১২ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। ওই দিন কলকাতার রাসবিহারী থেকে হাজরা (ছবি) পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল করে এআইডিএসও এবং এআইএমএসএস। সংগঠন দুটির পক্ষ থেকে অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি জানানো হয় এবং প্রধানমন্ত্রীর কুশপুতুল পোড়ানো হয়। কুশপুতুলে অগ্নিসংযোগ করেন এআইএমএসএসের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রুনা পুরকায়েত। দেশের সর্বত্র এর বিরুদ্ধে ধিক্কারে ফেটে পড়ে মানুষ। সমস্ত রাজ্যেই ধিক্কার মিছিল হয়।

ভারত বনধে সমর্থন এআইইউটিইউসি-র

এআইইউটিইউসি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত সংযুক্ত কিসান মোর্চার ডাকা ২৭ সেপ্টেম্বরের ভারত বনধকে সফল করার আহ্বান জানিয়ে ১২ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, নয় মাসের বেশি সময় ধরে দিল্লি সীমান্তে কৃষকরা কর্পোরেট স্বার্থবাহী তিনটি কৃষি আইন, জনবিরোধী বিদ্যুৎ সংশোধনী বিল-২০২১-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে ছ'শোর বেশি কৃষক এই আন্দোলনে প্রাণ দিয়েছেন। আন্দোলনের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার যে স্বৈরাচারী মনোভাব দেখাচ্ছেন, তা তাদের জনবিরোধী শ্রেণি চরিত্রকেই স্পষ্ট দেয়।

একই সাথে শ্রমিক বিরোধী লেবার কোড চালু করে, মানিটাইজেশন পাইপলাইনের নামে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও সম্পত্তি বেচে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের উপর মারাত্মক আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। এই পরিস্থিতিতে ২৭ সেপ্টেম্বরের বনধ খুবই সময়োচিত।

মাইসোরে আপসকামী ট্রেড ইউনিয়ন ছেড়ে শ্রমিকরা এআইইউটিইউসি-তে

কর্ণাটকের মাইসোরে নানজাগুর শিল্পাঞ্চলে রেড অ্যান্ড টেলর নামের বহুজাতিক বস্ত্র কোম্পানিতে ৮০০-র বেশি শ্রমিক কাজ করেন। এই কারখানার শ্রমিকরা গত ছয় মাস ধরে তাদের বকেয়া গ্র্যাচুইটির দাবিতে আন্দোলন করে যাচ্ছেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে তা দিতে অস্বীকার করে। কারখানায় অন্যান্য বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন যথেষ্ট শক্তিশালী হলেও তাদের ভূমিকা আপসমুখী। ফলে মোহভঙ্গ হয়ে শ্রমিকরা এআইইউটিইউসি-র নেতৃত্বে নতুন ইউনিয়ন গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। জানতে পেরে কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠনে নানা ভাবে বাধা দেয়। তা সত্ত্বেও ৯৫ শতাংশ শ্রমিক ভোট দিয়ে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করে।

পর দিন নির্বাচিত ৬ শ্রমিক নেতা জানতে পারেন কোনও কারণ ছাড়াই তাঁদের ছাঁটাই করা হয়েছে। শর্ত দেওয়া হয়, ইউনিয়ন থেকে পদত্যাগ করলে তাঁদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে। কিন্তু শ্রমিকরা তা ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলন চালাতে থাকেন। কর্তৃপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া বানচাল করার হুমকি দেয়, ইউনিয়নের অন্য নেতাদের আলাদা করে ডেকে নানা প্রলোভন দেখায়। কিন্তু সে সমস্তই ব্যর্থ হয় শ্রমিক ঐক্যের কাছে। এআইইউটিইউসি-র জেলা সম্পাদক কমরেড চন্দ্রশেখর মেটি ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হন। ছাঁটাই নেতারা সহ ১০ জন শ্রমিক নেতাকে সাসপেন্ড ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। এই অনৈতিক সাসপেনশন অর্ডার প্রত্যাহারের দাবিতে উত্তাল শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়। কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয় অবৈধ ও অনৈতিক নির্দেশ প্রত্যাহার করতে।

কর্তৃপক্ষ এর পরেও জাত-পাত ও অন্যান্য সেন্টিমেন্ট তুলে ইউনিয়নের মধ্যে বিভাজন আনার হীন চেষ্টা করতে থাকে, কিন্তু সব ব্যর্থ হয়। এপ্রিল থেকে এখন পর্যন্ত দফায় দফায় শ্রম দপ্তরের আধিকারিকদের সাথে আলোচনা চললেও কারখানা কর্তৃপক্ষ ছাঁটাই ৬ শ্রমিক নেতাকে এখনও পুনর্বহাল করেনি। কর্তৃপক্ষ চায় দালাল ইউনিয়ন থাকুক, তারা সরাসরি শ্রমিকদের এআইইউটিইউসি ছেড়ে অন্য ট্রেড ইউনিয়ন করার পরামর্শ দেয়। এতে এআইইউটিইউসি সম্পর্কে শ্রমিকদের মধ্যে আস্থা আরও বেড়ে যায়। ১ সেপ্টেম্বর থেকে কর্তৃপক্ষ অবৈধভাবে উৎপাদন বন্ধ করে দেয় এবং শ্রমিকদের কারখানা চত্বরে ঢুকতে বাধা দেয়। তারা কারখানা পুরোপুরি বন্ধের হুমকি দেয়। শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ এবং তাদের দাবিতে অটল হয়ে এআইইউটিইউসি-র নেতৃত্বে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

কৃষক আন্দোলন

একের পাতার পর

পুলিশি বর্বরতায় আন্দোলন থামার পরিবর্তে আরও ছড়িয়ে পড়ে। হরিয়ানা জুড়েই শুরু হয় রাস্তা অবরোধ। বস্তারা টোল প্লাজার পাশাপাশি কুরুক্ষেত্রের শাহবাদ এবং কালকা-জিকরপুর সড়কের সুরযপুর টোলপ্লাজাও বন্ধ হয়ে যায়। চাষিরা রাস্তায় খাটিয়া পেতে বসে পড়েন। আন্দোলন চলতে থাকে।

এই আন্দোলন আরও ছড়িয়ে দিতে ৭ সেপ্টেম্বর কার্নালে মহাপঞ্চায়েতের ডাক দেওয়া হয়। সরকার তা ব্যর্থ করতে বিস্তীর্ণ এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। রাস্তায় রাস্তায় চেকপোস্ট ও ব্যারিকেড বসানো হয়। কার্নাল ও সংলগ্ন এলাকায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। চড়া রোদে কৃষকরা যাতে বেশিক্ষণ থাকতে না পারেন সে জন্য প্রশাসন মিনি সেক্রেটারিয়েটের সামনে গাছের ডাল কেটে দেয়। কিন্তু এসব কোনও কিছুই কৃষক আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে পারেনি।

অবশেষে আন্দোলনকারীদের দাবি মানতে বাধ্য হয় হরিয়ানার বিজেপি সরকার। অভিযুক্ত এসডিএমের বিরুদ্ধে তদন্ত এবং তদন্ত চলাকালীন তাকে শাস্তিমূলক ছুটিতে পাঠাতে বাধ্য হয়। যে এসডিএমের পাশে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী এই অত্যাচারকে সমর্থন করেছিলেন, তার বিরুদ্ধেই তদন্তের নির্দেশ দিতে হন তিনি। জয় হয় ঐকবদ্ধ আন্দোলনের। ভারত বনধ সফল করতে এই জয় দেশের মানুষকে অনুপ্রেরণা জোগাবে।

কার্নালের কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে ৮ সেপ্টেম্বর দিল্লির সিংঘু বর্ডারে এআইকেকেএমএস-এর বিক্ষোভ

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com